গাংনীতে ঈদ পূর্ণমিলনী ও প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান

পবিত্র ঈদ উল আযহা ২০২৩ পরবর্তী বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠান করেছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণে সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

আজ শুক্রবার দুপুরে গাংনী এতিমখানা চত্বরে ঈদ পূর্ণমিলনী ও প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু,গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক, বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নিকট আত্নীয় স্বজন। এসময় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠান শেষে প্রীতিভোজ করানো হয় আমন্ত্রিত অতিথিবুন্দদের।

অনুষ্ঠানে শিক্ষক,স্বজন,স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তি ও স্থানীয় সাংবাদিবৃন্দরা অংশ গ্রহন করেন।

গাংনীতে জমি বিক্রিতে জালিয়াতি, দুই ভাই জেলে

প্রতারনা করে একই জমি দুই বার বিক্রি করার দায়ে গাংনীর ফতাইপুর গ্রামের দুই সহোদর আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেনকে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন আদালত। আবার এ মামলার বাদি হচ্ছেন তাদেরই আপন ভাই।

জানা গেছে, ফতাইপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম বাদি হয়ে মেহেরপুর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আমলী আদালতে ছয় জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলা সুত্রে জানা গেছে, জিয়ারুল ইসলামের ভাই আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেন এবং আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী আনজুমানারা খাতুন কৃষি

ব্যাংক গাংনী শাখা থেকে ২০১০ সালে ৫ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এর বিনিময়ে ফতাইপুর গ্রামের একটি জমি মটগেজ দেন তারা। পরবর্তীতে ২০১১ সালে তারা একই জমি ভোমরদহ গ্রামের আব্দুর রহমানের কাছে বিক্রি করে রেজিস্ট্রি সম্পাদন করে দেন। ২০১৩ সালে আব্দুর রহমান ওই জমি আব্দুর রশিদ নামের একজনের কাছে বিক্রি করেন। ২০২১ সালে আব্দুর রশিদ ওই জমি বিক্রি করেন আব্দর রহমানের কাছে। এর পরে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আব্দুর রহমান জমি বিক্রি করে দেন চৌগাছা গ্রামের রফিকুল ইসলামের কাছে। আব্দুর রাজ্জাক থেকে আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান থেকে আব্দুর রশিদ, আব্দুর রশিদ থেকে আবার আব্দুর রহমান এবং আব্দুর রহমান থেকে রফিকুল ইসলামের কাছে বিক্রির মধ্য দিয়ে দলিলের সংখ্যা দাঁড়ায় চারটি। অর্থাৎ এই চার বার বিক্রির পর তা গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল রেজিস্ট্রি হয়েছে। কৃষি ব্যাংকে যদি জমি প্রকৃতপক্ষে মটগেজ হয় তাহলে কিভাবে চারবার বিক্রি হলো? অনেকের মনে এই যৌক্তিক প্রশ্ন উদয় হলেও কৃষি ব্যাংক থেকে তার সদুত্তোর মেলেনি।

জানা গেছে, একই জমি চারবার কেনাবেচার সময়ের মধ্যেই কৃষি ব্যাংক থেকে নিলামে ক্রয় করেন আব্দুর রাজ্জাকের আপন ভাই জিয়ারুল ইসলাম।

জানা গেছে, আব্দুর রহমান জমি কেনার পর সেখানে একটি পাকা বাড়ি নির্মান করেন। রফিকুল ইসলামের কাছে বিক্রির পর তা বুঝিয়ে দেন আব্দুর রহমান। রফিকুল ইসলাম বাড়ি দখল নেন এবং খারিজ, খাজনা ও বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করেন তার নামে। পৌরসভা থেকে হোল্ডিংও খোলা হয় রফিকুল ইসলামের নামে। এর পরে জিয়ারুল ইসলাম নিলালের মাধ্যমে জমির মালিক দাবি করে জোরপূর্বক দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

অভিযোগ রয়েছে, কৃষি ব্যাংক থেকে তড়িঘড়ি করে গোপনে নিলাম করা হয়। কাগজপত্রের নিয়মাবলী গোপনে জোড়াতালি দিয়ে নিলাম সম্পন্ন করে মটগেজকারী আব্দুর রাজ্জাকের আপন ভাই জিয়ারুল ইসলামের কাছে বিক্রি করে কৃষি ব্যাংক। ফলে নিলাম কার্যক্রম হয়ে দাঁড়ায় প্রশ্নবিদ্ধ।

এদিকে রফিকুল ইসলাম ওই জমি ও বাড়ি মটগেজ দিয়ে রুপালী ব্যাংক গাংনী শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। কাগজপত্রের বৈধতা আইন অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে জমির মালিকানা নিশ্চিত হয়ে ঋণ দেয় রুপালি ব্যাংক। যা নিশ্চিত করেছেন রুপালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তবে বিষয়টি নিয়ে বাধা সৃষ্টি শুরু করে জিয়ারুল ইসলাম।

এদিকে একই জমি রফিকুল ইসলাম ক্রয় করেন আব্দুর রহমানের কাছ থেকে আর জিয়ারুল ইসলাম কেনেন কৃষি ব্যাংকের নিলামে। ফলে দুই মালিকের মধ্যে চরম বিরোধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত।

জানা গেছে, জিয়ারুল ইসলাম বাদি হয়ে মেহেরপুর বিজ্ঞ আদালতে যে মামলাটি দায়ের করেন তাতে আসামি করা হয় ৮ জনকে। এরা হলেন- জিয়ারুল ইসলামের আপন ভাই আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেন, আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী আনজুমানারা খাতুন, জমি ক্রেতা আব্দুর রহমান, আব্দুর রশিদ, রফিকুল ইসলাম, রুপালী ব্যাংক ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম, এ্যাডভান্স অফিসার শাহাবুল ইসলাম। ওই মামলার আসামি হিসেবে বেশ কয়েকদিন হাজতবাসে ছিলেন রফিকুল ইসলাম। পরে আব্দুর রাজ্জাক ও জাকির হোসেন আদালতে জামিন নিতে গেলে বিজ্ঞ আদালত তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন। বর্তমানে তারা মেহেরপুর জেলা কারাগারে হাজতবাসে রয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, আপন দুই ভাইয়ের নামে মামলা দায়ের করলেও জামিনের জন্য জিয়ারুল ইসলাম নিজেই চেষ্ট করেন। কিন্তু বিজ্ঞ আদালত তাদেরকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

এদিকে জমির এই বিরোধের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে গাংনীর বিভিন্ন মহলে মিমাংসার জন্য ঝুলে ছিল। কোথাও কোন সমাধান পাননি ভুক্তভোগীরা। কৃষি ব্যাংকের নিলাম আর অন্য সব দলিলগুলোর বিষয়ে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ঠরা বিষয়টি দ্রুত সুষ্ট সমাধান করবেন এ প্রত্যাশা ভুক্তভোগীদের।

গাংনীতে আলগামন চালককে মারধর ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরে গাংনীতে রানা (১৮) নামের এক আলগামন চালককে মারধর করে লক্ষাধীক টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বাদী হয়ে গাংনী থানায় ওই আলগামন চালকের পিতা শফিকুল ইসলাম একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার সহড়াতলা গ্রাম থেকে

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিষয়টি নিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ হাতে পেয়েছি তদন্ত করে ব্যবস্হা নেওয়া হবে।

গাংনীতে ১ কেজি পরিত্যক্ত গাঁজা উদ্ধার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার চিৎলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় এই গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাফিজের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চিৎলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত ১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে।

আগামী নির্বাচন সংবিধানিকভাবেই হবে —-ডেপুটি স্পিকার টুকু

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শাসমুল হক টুকু বলেছেন, আগামী নির্বাচন সংবিধানিকভাবেই হবে। নির্বাচনে বাধাগ্রস্থ হওয়ার কোন সুযোগ নেই, বিশ্বের মোড়লরা একেকটি দেশকে একেকভাবে বিবেচনা করে কথা বলেন। একটি দেশের নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংবিধান সম্মতভাবেই চলে। এক্ষেত্রে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে

হস্তক্ষেপ করা সমুচিত নয়।

গতকাল শনিবার (০১ জুলাই) দুপুরে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বহুমুখি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের সভাপতিত্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মহা: আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি স্পিকার আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন, তাই নির্বাচন হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব দল অংশ গ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষে সংবিধান সম্মতভাবেই একটি জাতীয় নির্বাচন হবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করবে আর সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে একটি নতুন সরকার গঠনের সুযোগ দেবে। যা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এই নির্বাচনে সব দল অংশ গ্রহণ করবে। কারণ রাজনৈতিক দল গঠন করা হয় একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার। প্রতিটি দলের রাজনৈতিক দলের ইচ্ছে থাকে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়ে জণগনের কল্যাণে কাজ করবে। তাই সব দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে এটাই ডেপুটি স্পিকার হিসেবে আমার প্রত্যাশ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল আলম টুকুকে গার্ড অব অনার দেয় পুলিশের একটি চৌকস দল।

অনুষ্ঠানে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবীণ প্রবীন ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষক ও এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। নবীণ-প্রবীণ ছাত্রছাত্রীদের মিলনমেলায় রুপ নেয় অনুষ্ঠানটি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সভাপক্ষে এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধ নিহত

ঈদের কেনাকাটা শেষে বাড়ি যাওয়ার সময় দ্রতগামী মাটি বহনকারি অবৈধ যান লাটাহাম্বার ধাক্কায় বৃদ্ধ আইয়ুব আলী(৮০) নিহত হয়েছেন।

নিহত আইয়ূব আলীর বাড়ি গাংনী উপজেলার গোপালনগরে।

আজ সোমবার (২৬ জুন) বেলা ১টার সময় গাংনী-হাটোয়ালীয়া রাস্তার পুর্বমালশাদহ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আইয়ুব আলীর ছেলে তোহিদুল ইসলাম জানান, গাংনী শহরে ঈদের কেনাকাটা করে বাবা ও আমি মোটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলাম।

মালশাদহ নামক স্থানে পৌছানো মাত্রই একটি মাটি বহনকারি দ্রতগামী লাটাহাম্বার ধাক্কা দিলে বাবা রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের নিহত হওয়ার ঘটনা শুনে ঘটনাস্থলে পুুলিশ পাঠানো হয়েছে। মাটিবহনকারি লাটা হাম্বাটিকে আটকের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে অপহরণ ও চুরির মামলার ২ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে চুরির মামলার ১ আসামি ও অপহরণ মামলার ১ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মৃত দুলাল হোসেনের ছেলে মো: রানা (২০) ও বাওট গ্রামের জোয়াদ আলীর ছেলে সাগর (২১)।

গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে গাংনী থানা ও ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ি পৃথক অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন জানান, গাংনী থানার অপহরণ মামলা নং ২৩(৬)২৩ নং মামলার এজাহার নামীয় আসামি সাগরকে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তি¦তে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এদিকে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের আইসি উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওই গ্রামের মৃত দুলাল হোসেনের ছেলে মো: রানাকে গ্রেফতার করা হয়। তার নামে গাংনী থানার মামলা নং ১৯(৫)২৩।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেফতারকৃত দুজনকে গতকাল রবিবার বিকালের দিকে আদালতে সোপদর্ করা হয়েছে।

গাংনীতে কোরবানি পশু হিসেবে ছাগলের চাহিদা দ্বিগুণ

মাত্র কয়েক দিন বাদেই আসছে ঈদুল আজহা।ঈদকে ঘিরে গাংনীতে কোরবানির পশু কেনাবেচায় ব্যস্ত ক্রেতা-বিক্রেতারা। পশুর হাটগুলোতে ছাগল, গরু, ভেড়া, মহিষ নিয়ে আসছেন বেপারীরা কেনার জন্য ভীড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। কোরবানিযোগ্য পশু হিসেবে ছাগল ও গরুর চাহিদা সবসময় বেশি। তবে গাংনীর বাজারে কোরবানির পশু হিসেবে গরুর চেয়ে দ্বিগুণ চাহিদা রয়েছে ছাগলের। পশু হাটগুলোতে ছাগলের আমদানি এবং কেনাবেচাও বেশি।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাবমতে কোরবানিযোগ্য পশু হিসেবে গাংনী উপজেলায় ৯৩ হাজার ৯১৪টি ছাগল রয়েছে। যা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানি পশুর চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নিরাপদ ও প্রাকৃতিক খাবার খাইয়ে পশু উৎপাদন করা হয় গাংনীতে। তাই এ উপজেলার ছাগল ও গরুর প্রচুর চাহিদা দেশের বাজারে রয়েছে। স্থানীয় হাটগুলোতে কোরবানিযোগ্য একেকটি ছাগল বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। দাম নাগালের মধ্যে হওয়ায় ছাগলের দিকেই ঝুঁকছেন ক্রেতারা। এ অঞ্চলের ছাগল স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে চলে যাচ্ছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে।

সাধারণত যারা কম টাকার মধ্যে কোরবানির পশু কিনতে চান এবং ছোট পরিবারে কোরবানি দেন তাদের পছন্দ তালিকায় শীর্ষে থাকে ছাগল। এছাড়াও ঈদের সময়ে ঔষধ কিংবা ইনজেকশনের মাধ্যমে গরু মোটাতাজা করার আশঙ্কা থেকেও অনেকেই কোরবানির পশু হিসেবে ছাগল বেছে নেয়।

গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আব্দুল হামিদ পারিবারিক ভাবে ৫টি ছাগল লালনপালন করেছেন কোরবানির ঈদে বিক্রির জন্য। তিনি বলেন, আমি গতবছর থেকে এবারের কোরবানির ঈদে বিক্রির জন্য ছাগলগুলো লালনপালন করেছি; সম্পুর্ন নিরাপদ ও প্রাকৃতিক খাদ্য খাইয়েছি। কাঁচা ঘাস, বিচালি, ভুট্টা ও ছোলা মিশিয়ে প্রতিদিন খাওয়াতাম। এখন একেকটা ছাগলের দাম চেয়েছি ১৭ হাজার করে। আরেকটা বড় ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল রয়েছে যার দাম চেয়েছি ২৬ হাজার টাকা।

একই উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের শামীম রেজা বলেন, আমি লেখাপড়ার

পাশাপাশি প্রতিবছর ২টি করে ছাগল পালন করি। ঈদ সামনে বিক্রি করি। এবারের ঈদ সামনে একটি ছাগল বিক্রি করেছি ২৩ হাজার টাকায়। আরেকটা ছাগলের দাম চেয়েছি ৩৪ হাজার টাকা। আশানুরূপ দাম পেলেই বিক্রি করে দিবো।

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ছাগলের বেপারী সাহারুল ইসলাম বলেন, সারাবছর টুকটাক ছাগল বেচাকেনা হয়। স্থানীয় বামন্দী পশুহাটে নিয়ে গিয়ে আমরা বিক্রি করি। তবে ঈদ সামনে ছাগলের সবচেয়ে বেশি বেচাকেনা হয়। গত দুই হাটে প্রচুর ছাগল আমদানি ছিলো এবং বেচাকেনা খুব ভালো হয়েছে।

বালিয়াঘাট গ্রামের ছাগলের বেপারী সৈকত আলী বলেন, হাটে গরুর চেয়ে ছাগলের দিকে মানুষের ঝুঁকি বেশি। গ্রামঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ অল্প টাকার মধ্যে কোরবানি দেয় সেজন্য ছাগলের চাহিদা বেশি। দেখা যাচ্ছে একটা গরু কিনতে সর্বনিম্ন ৪০থেকে৫০ হাজার টাকা লাগবে কিন্তু ১০থেকে১৫ হাজার টাকার মধ্যে একটা ভালো ছাগল কেনা হয়ে যায়।